بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৩/০৩ | শুক্রবার, ১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরী | ১৫/১১/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির স্থাপনে ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের ও এই আগ্রাসনের মুখে নতজানু শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাইয়াহ্ বাংলাদেশের বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, আজ (শুক্রবার, ১৫/১১/২০১৯) বাদ জুম'আ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির স্থাপনে ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখে নতজানু শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলগুলো মসজিদ প্রাঙ্গণ হতে শুরু করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লিরা সমাবেশগুলোর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন, এবং ভারতের হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও এই আগ্রাসনের মুখে নতজানু বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিভিন্ন শ্লোগাণ দেন।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন: হিন্দুত্ববাদী আদর্শের মোড়কে পশ্চিমাদের দালাল ভারত যাতে তার অশুভ ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা পূরণে অগ্রগামী হতে পারে সে ব্যাপারে আমেরিকা পূর্ণ সমর্থন যোগাচ্ছে, ঠিক যেভাবে সে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেছে। যেভাবে কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাসকদের সহায়তায় 'দুর্বল' অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রকে একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে চিত্রায়িত করেছে, ঠিক একইভাবে কাপুরুষ ভারতকে আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে চিত্রায়িত করতে পশ্চিমারা একই কৌশল হাতে নিয়েছে এবং এতে পূর্ণ সহযোগিতা করছে এই অঞ্চলে তাদের দালাল মুসলিম শাসকেরা যাতে মুসলিমরা এটাকে বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়ে ২য় খিলাফতে রাশিদাহ্'র প্রত্যাবর্তনের আশা ছেড়ে দেয়। যাতে করে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই মুশরিক রাষ্ট্র ভারত মুসলিমদের বিরুদ্ধে একে একে তার সকল শত্রুতাসম্পন্ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং মেরুদণ্ডহীন মুসলিম শাসকেরা প্রতারণাপূর্ণভাবে এসব প্রকল্পের স্বীকৃতি প্রদানে সক্ষম হয়। আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশ্বাসঘাতক শাসকের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষ করেছি যে কিনা ভারত কর্তৃক কাশ্মির অধিভুক্তির পর পরই কসাই মোদিকে সর্বোচ্চ নাগরিক পদক প্রদান করেছে। আমরা আরও প্রত্যক্ষ করেছি আরেক বিশ্বাসঘাতক ইমরান খানকে যে কিনা পাকিস্তানের অত্যন্ত শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে ভারতীয় আগ্রাসনের মুখে নিষ্ক্রিয় রেখেছে এবং উম্মাহ্'র ক্ষোভকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে ফাকা বুলি ও টুইটার পোস্টের মধ্যে নিজেকে সীমাব্ধ রেখেছে। এবং অন্যদিকে বাবরি মসজিদ রায় নিয়ে বিক্ষুব্ধ ও মর্মাহত মুসলিম উম্মাহ্'র আবেগের সমর্থনে কোন টু-শব্দতো করাতো দূরের কথা বরং দালাল হাসিনা সরকার বাবরি মসজিদকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং বলেছে, তারা এই রায়কে ঘিরে কোন রকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বরদাস্ত করবে না!

বক্তাগণ হাসিনা সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং মুসলিমদের প্রতি খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন: ২০০০-এর বেশী মুসলিম যে মসজিদকে রক্ষার জন্য তাদের জীবন দিয়েছে, সেই মসজিদের জায়গায় মন্দির স্থাপন করা হচ্ছে হাসিনা সরকারের দৃষ্টিতে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়! ইঙ্গ-মার্কিন-ভারতের দালাল এই সরকারের নিকট মুশরিক ভারতের সন্তুষ্টির তুলনায় মুসলিমদের রক্ত, সম্মান এবং ইবাদতের স্থান এতটাই মূল্যহীন। তাদের আকাঙ্খা আমরা কল্পিত অপরাজেয় শক্তি হিসেবে ভারতকে মেনে নেই এবং এই অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখে নীরব থাকি। তাই, এই অপমান হতে মুক্তির লক্ষ্যে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদের মুখে নতজানু বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকারকে অপসারণ করুন এবং খিলাফতে রাশিদাহ্ পুণঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে রাজনৈতিক সংগ্রামে জড়িত হোন, যা এখন সময়ের দাবী। আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্ ভারতকে দখল করতে তার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করবেন। তখন এই অঞ্চলের মুসলিমরা আসন্ন খিলাফতে রাশিদাহ্'র নিকট হিন্দুত্ববাদী ভারতের পর্যদুস্ত ও অপমানকর পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করবেন এবং হিন্দ জয়ের (গাজওয়া-ই-হিন্দ) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদের সাক্ষী হয়ে থাকবেন, ইনশা'আল্লাহ্।

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: *"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের (ভারত) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই বাহিনী যোদ্ধাদের বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ সেই বাহিনী যোদ্ধাদের মাগফিরাত দান করবেন..."* [কিতাবুল ফিতান]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ